কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে জনস্বাস্থ্য ও স্বাস্থ্যবিধি মেনে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণের সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

১। উপজেলা/থানাঃ	পোরশা		
২। জেলাঃ	নওগাঁ		
৩। মোট বিদ্যালয়েরসংখ্যাঃ	৮৭	৪। মোট ক্লাস্টার সংখ্যাঃ	০৩
৫। মোট ছাত্র/ছাত্রী সংখ্যাঃ	১৫৫৮৪	৬। মোট শিক্ষক সংখ্যাঃ	৪৩৫
৭। কোভিড-১৯ পরবর্তী বিদ্যালয় চালুকরণের তারিখঃ		১২/০৯/২০২১	
৮। কোভিডকালীন আইসোলেশন সেন্টার হিসেবে ব্যবহৃত বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ		০	
৯। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের নামঃ		মোঃ মাযহারুল ইসলাম	
১০। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের ই-মেইলঃ		ueoporsha@gmail.com	
১১। উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের মোবাইলঃ		০১৭১১৯৫৪৭০১	

কোভিড-১৯ পরিস্থিতিতে বিদ্যালয় পুনরায় চালুকরণে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের নির্দেশিকা/গাইডলাইন অনুসারে গৃহীত কার্যক্রম।

ক. বিদ্যালয় প্রস্তুতকরণ বিষয়ক তথ্য

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীতকার্যক্রম
১.০	পুনরায় কার্যক্রম চালু করার পূর্বে বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- পিপিই উপকরণ সংগ্রহ, বিদ্যালয় ও সংশ্লিষ্ট এলাকা পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা কার্যক্রম, শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের বসার ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• উপজেলার সকল বিদ্যালয়ে পিপিই উপকরণ সংগ্রহ করা হয়েছে; • বিদ্যালয় প্রাঙ্গণ ও শ্রেণিকক্ষ যথাযথভাবে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে; • শারীরিক দূরত্ব বজায় রেখে নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে; • অনেক বিদ্যালয়ে বেঞ্চে চিহ্ন দিয়ে দুরত্ব বজায় রাখার ব্যবস্থা গ্রহন করা হয়েছে। • শিক্ষকবৃন্দ নিজেরা সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলেছেন এবং শিক্ষার্থীদের প্রতিনিয়ত মনিটরিং এর মাধ্যমে তা নিশ্চিত করেছেন।
২.০	হাত ধোয়ার জন্য নিরাপদ পানি সরবরাহ (running water) ও সাবানের ব্যবস্থা আছে/ করা হয়েছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যাঃ	সপ্রাবি এর সংখ্যা (সংশ্লিষ্টউপজেলা/থানা) ৮৭টি বিদ্যালয়।
৩.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও পর্যবেক্ষণ বিষয়ক ব্যবস্থাপনাঃ (যেমন- রেজিস্টার প্রস্তুতি, রেজিস্টারে স্বাস্থ্যকর্মী, কমিউনিটি ক্লিনিক, ইউনিয়ন স্বাস্থ্য কেন্দ্রের নাম্বার সংরক্ষণ, ইত্যাদি)	• রেজিস্টার তৈরি করা হয়েছে; • প্রয়োজনীয় ব্যক্তিবর্গের (স্বাস্থ্যকর্মী, শিক্ষা অফিসার, মেডিকেল অফিসার ইত্যাদি) মোবাইল নম্বর বিদ্যালয় ও অভিভাবককে সরবরাহ করা হয়েছে; • স্বাস্থ্য তথ্য সংগ্রহ ও সরবরাহের জন্য নির্ধারিত ফরমেট প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে।
৪.০	বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত অবহিতকরণ ও প্রচারণা কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা, সভার	• কোভিড-১৯ এ করনীয় ও বর্জনীয় বিষয়ক বিভিন্ন সভা আয়োজন করা হয়েছে; • সভার অংশগ্রহণকারীর ধরণ: শিক্ষক, অভিভাবকসহ বিভিন্ন অংশীজন; • সভার সংখ্যা: • সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম: ফেইস টু ফেইস, গুগলমিট, জুমমিটিং, কল/মেসেঞ্জার

ক্রমিক নং	বিষয় নির্দেশিকা	গৃহীতকার্যক্রম
	অংশগ্রহণকারীর ধরণ, সভার সংখ্যা, সভার বা যোগাযোগের মাধ্যম (গুগলমিট /জুম মিটিং/ কল/মেসেঞ্জার) ইত্যাদি	ইত্যাদি
৫.০	বিদ্যালয় কর্তৃক উপরোক্ত কার্যক্রম সমূহ বাস্তবায়নের প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ বিষয়ক তথ্যঃ (বিদ্যালয় প্রতি আনুমানিক কেমন অর্থ বরাদ্দ ছিলো/প্রয়োজন হয়েছে, অর্থের উৎস কী ছিলো ইত্যাদি)	• বিদ্যালয় প্রতি প্রয়োজনীয় অর্থের পরিমাণঃ ৯৫০০/- • অর্থের উৎস: রাজস্ব ও পিইডিপি ৪, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর

খ. বিদ্যালয় কার্যক্রম চলাকালীন তথ্য

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০১	ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার আছে এমন বিদ্যালয়ের সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা)= ৮৭টি
০২	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষকের আনুমানিক সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা (সংশ্লিষ্ট উপজেলা/থানা)= ০২ (দুই) জন
০৩	কার্যক্রম চালুর পর উপজেলায় কোভিডে আক্রান্ত শিক্ষার্থীর আনুমানিক সংখ্যা	সপ্রাবি এর সংখ্যা (সংশ্লিষ্টউপজেলা/থানা)= ০
০৪	বিদ্যালয় কার্যক্রম চালু অবস্থায় বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন কার্যক্রমের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা, প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে তাপমাত্রা দেখা, শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করার জন্য গৃহীত পদক্ষেপ, কেউ অসুস্থ্য হলে গৃহীত ব্যবস্থা ইত্যাদি)	• সারিবদ্ধভাবে বিদ্যালয়ে প্রবেশের ব্যবস্থা রয়েছে; • প্রবেশের সময় ইনফ্রারেড/নন-কন্টাক্ট থার্মোমিটার দিয়ে শরীরের তাপমাত্রা যাচাই করা হয়েছে; একটি রেজিস্টারে তা লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মাস্ক পরা নিশ্চিত করা হয়েছে; • বিদ্যালয়ে প্রবেশের পর পরই হাত ধোয়া নিশ্চিত করা হয়েছে। • তাপমাত্রা অস্বাভাবিক পরিলক্ষীত হলে কিংবা কেউ অসুস্থ হলে তাৎক্ষণিকভাবে শিক্ষার্থীকে হোম আইসোলেশনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। • স্বাস্থ্য কর্মীর মাধ্যমে করোনায় আক্রান্তের বিষয়ে যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহন করা হয়েছে।
০৫	শ্রেণী কার্যক্রম পরিচালনায় গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমন- কোনদিন কোন শ্রেণীর ক্লাশ হবে সেই পরিকল্পনা প্রনয়ন, একই দিনে দুইয়ের অধিক শ্রেণীর কার্যক্রম না রাখা, শিফট ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি)	• শিফট ভিত্তিক ব্লেন্ডেড শ্রেণি রুটিন বিদ্যালয়ে সরবরাহ করা হয়েছে এবং তা ব্যবহারের বিষয়টি নিয়মিত মনিটরিং করা হয়েছে। • শিখন ঘাটতি পূরণে পাঠ পরিকল্পনা প্রতিটি বিদ্যালয়ে সরবরাহ নিশ্চিত করা হয়েছে • স্বাস্থ্যবিধি মেনে স্বাস্থ্য সুরক্ষা ও নিরাপদ শিখন পরিবেশ নিশ্চিত করা হয়েছে • প্রতিদিন বিদ্যালয় হতে গুগল মিটের মাধ্যমে সকল শিক্ষককে অনলাইনের মাধ্যমে পাঠদান পরিচালনা করতে ক্লাস্টার ভিত্তিক রুটিনের প্রণীত হয়েছে।

ক্রমিক নং	নির্দেশিকা(গাইডলাইন)	গৃহীতকার্যক্রম
০৬	শ্রেণী কার্যক্রমের বাইরেও বিদ্যালয় কর্তৃক গৃহীত বিভিন্ন পদক্ষেপের সারসংক্ষেপঃ (যেমনঃ গুগলমিটে /হোয়াটসএপে/ ফেসবুকলাইভে ক্লাশ পরিচালনা, সংসদ টিভির কার্যক্রম মনিটরিং হোমভিজিট, ওয়ার্কশিট বিতরণ ইত্যাদি/	• সপ্তাহের ৬ দিন ক্লাস্টার ভিত্তিক রুটিন প্রণয়নের মাধ্যমে জুম অ্যাপস ও গুগলমিটে অনলাইন ক্লাশ পরিচালনা করা হয়েছে; • সংসদ বাংলাদেশ টেলিভিশন ও বাংলাদেশ বেতারে 'ঘরে বসে শিখি' কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে; অনুষ্ঠানসূচী প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রেরণ নিশ্চিত করা হয়েছে। • স্বাস্থ্যবিধি মেনে হোমভিজিট এবং ওয়ার্কশিট বিতরণের ও সংগ্রহের মাধ্যমে শিখন ঘাটতি হ্রাসের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে। • বৈচিত্র আনয়নের লক্ষ্যে অনলাইন ভিত্তিক সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হয়েছে।
০৭	কোভিড পরবর্তী বিদ্যালয় কার্যক্রম পরিচালনায় বিদ্যালয় যেসব সমস্যায় পড়েছে তার সারসংক্ষেপঃ	• প্রতিনিয়ত বিদ্যালয় এবং বিদ্যালয় ক্যাম্পাস পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা রাখা • শিক্ষার্থীদের বিদ্যালয়ে নিয়মিত উপস্থিতি নিশ্চিত করা তথা বিদ্যালয় ফিরিয়ে আনা • সন্তানকে বিদ্যালয়ে প্রেরণে অভিভাবকদের অনিহা এবং একধরণের ভীতি; • স্বাস্থ্যবিধিকে অভ্যাসে পরিনত করা একটি চ্যালেঞ্জ ছিল; • শিক্ষক-শিক্ষার্থীর মধ্যে মনোসামাজিক ভীতি; • পাঠ পরিকল্পনার ধারাবহিকতা বজায় রাখা
০৮	যেভাবে বিদ্যালয় সমূহ উপরোক্ত সমস্যার সমাধান করেছে তার সার সংক্ষেপঃ	• অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ করে পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করা হয়েছে • অভিভাবকদের নিয়ে একাধিক সভা আয়োজন করা হয়েছে; • স্বাস্থ্যবিধি সংক্রান্ত পোস্টার, লিফলেট সরবরাহ করা হয়েছে; • শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের ওরিয়েন্টেশন প্রদান করা হয়েছে; • শিখন ঘাটতি পূরণে অতিরিক্ত বা আলাদাভাবে পাঠ পরিচালনা করা হয়েছে। • সকল শিক্ষককে গুগলমিট বা অনলাইনে পাঠদানের পদ্ধতি জানাতে ক্লাস্টার ভিত্তিক প্রশিক্ষণের আয়োজন করা হয়েছে।

সার্বিক মন্তব্য:উল্লেখিত কার্যক্রম পোরশা উপজেলার ৮৭টি বিদ্যালয়ে বাস্তবায়িত হয়েছে। পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাবৃন্দ প্রতিনিয়ত বিষয়গুলো মনিটরিং করেছেন। শিক্ষকগণের টিকা প্রদান নিশ্চিতকরণে এ উপজেলা নওগাঁ জেলার মধ্যে শীর্ষ স্থানে ছিল।

২৫/৮/২২

উপজেলা/থানা শিক্ষা অফিসারের
স্বাক্ষর ও সিল

মোঃ মাহবুবুল ইসলাম
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
পোরশা, নওগাঁ।